শেষ বলে সেঞ্চুরি

জেড এম সাদ

জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে ঘরের মাটিতে তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজের প্রথম ম্যাচে ওয়েস্ট ইন্ডিজ জয় পায় ১৫৬ রানের বিশাল ব্যবধানে। এত বড় ব্যবধানে জয় পেলেও ম্যাচটি ভিন্নমাত্রা পায় ক্যারিবীয় ব্যাটসম্যান ড্যারেন ব্রাভোর সেঞ্চুরির জন্য। এটি ছিল তার ওয়ানডেতে প্রথম সেঞ্চুরি। কিন্তু এই সেঞ্চুরির জন্য তাকে অপেক্ষা করতে হয়েছে ম্যাচের শেষ বল পর্যন্ত।

যে কোনো ব্যাটসম্যানের জন্যই সেঞ্চুরি এক বিশাল অর্জন। আর সেটি যদি হয় শেষ বলে, তবে তো তা এক তুরীয়ানন্দ ব্যাপার। কেননা নব্বইয়ের ঘর পেরোলেই ব্যাটসম্যানদের মনে নার্ভাস নাইন্টির ভয় ভর করে। এবারের খেলার পাতা সাজানো হয়েছে ওয়ানডে ক্রিকেটে এমনই কিছু সেঞ্চুরির ঘটনা নিয়ে যা এসেছে ম্যাচের শেষ বলে।

ডেভিড গাওয়ার : সাবেক এই ইংলিশ অধিনায়ককে ৮০'র দশকের সেরা স্টাইলিশ বাঁহাতি ব্যাটসম্যান হিসেবে গণ্য করা হতো। সে সময় ইংলিশ ক্রিকেটারদের মধ্যে তার স্কোর ছিল সর্বোচ্চ। যা-ই হোক ইনিংসের শেষ বলে সেঞ্চুরির প্রথম কৃতিত্ব অর্জন করেন তিনিই। ম্যাচটি ছিল ওয়ানডে ইতিহাসের ৫৯তম ম্যাচ। সেবার অস্ট্রেলিয়া সফরে পাঁচ ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজে শেষ ম্যাচে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে ১০০ বল খেলে অপরাজিত থাকেন ১০১ রানে। শতক পূরণে শেষ বলে প্রয়োজন ছিল তিন রানের। চার মেরে তিনি তার শতক পূরণ করেন। যদিও শেষ পর্যন্ত ম্যাচটিতে ইংল্যান্ড পরাজিত হয় চার উইকেটে, তারপরেও ম্যাচ শেষে ম্যান অব দ্য ম্যাচের খেতাব জোটে গাওয়ারেরই। উল্লেখ্য, তখন ম্যাচ ছিল চল্লিশ ওভারের এবং ওভারপ্রতি বল ছিল আটটি করে।

জাভেদ মিয়াঁদাদ : সাবেক এই পাকিস্তানি গ্রেট ব্যাটসম্যানও শেষ বলে সেঞ্চুরি করার গৌরব অর্জন করেছিলেন। ১৯৮৭-৮৮ মওসুমে ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরে পাঁচ ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজের শেষ ম্যাচে এই কৃতিত্ব গড়েন তিনি। টসে হেরে চার নম্বরে ব্যাটিংয়ে নেমে ৯৯ বলে ১০০ করে অপরাজিত থাকেন, আর এটির জন্যও তাকে অপেক্ষা করতে হয়েছিল শেষ বলটি পর্যন্ত। ম্যাচে পাকিস্তান ৭ উইকেটে হেরে গেলেও ম্যান অব দ্য ম্যাচ হন মিয়াঁদাদ। গায়ানার জর্জটাউনের এই খেলাটি ছিল ওয়ানডের ৫১৫তম ম্যাচ।

অ্যালান ল্যাম্ব : দক্ষিণ আফ্রিকায় জন্ম নেয়া এই ক্রিকেটার ইংল্যান্ডে কাউন্টি খেলার সুবাদে ওভারসিজ ক্রিকেটার হিসেবে ইংল্যান্ড দলে সুযোগ পান। ডানহাতি এ ব্যাটসম্যানও অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে এক ম্যাচে শেষ বলে দুই রানের সুবাদে সেঞ্চুরি করার গৌরব অর্জন করেন। ওয়ানডের ৫৬৭তম ম্যাচে ৫৫ ওভারের সে খেলায় ১০৫ বল খেলে অপরাজিত থাকেন ১০০ রানে। ম্যাচটি শেষ পর্যন্ত টাই হয়ে যায় এবং ম্যান অব দ্য ম্যাচ হন ল্যাম্ব।

রবি শাস্ত্রি : উপমহাদেশে জাভেদ মিয়াঁদাদের পর এই কৃতিত্ব গড়েন ভারতীয় স্টাইলিশ ব্যাটসম্যান রবি শাস্ত্রি। ঘরের মাটিতে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজের প্রথমটিতে খেলতে নেমে অপরাজিত থাকেন ১০১ রানে। খেলেন ৯৯ বল। সেঞ্চুরির জন্য শেষ বলে তার প্রয়োজন ছিল এক রান। নাগপুরে অনুষ্ঠিত সে ম্যাচটি ছিল ওয়ানডে ক্রিকেটের ৬৪৪তম ম্যাচ।

হ্যান্সি ক্রনিয়ে : দক্ষিণ আফ্রিকান এই ড্যাশিং ক্রিকেটার ম্যাচ ফিক্সিংয়ে জড়িয়ে বর্ণাঢ্য ক্যারিয়ার কলঙ্ক নিয়ে শেষ করলেও তার সাফল্যের ঝুড়িতেও ছিল শেষ বলে সেঞ্চুরি করার কৃতিত্ব। পাকিস্তানের মাটিতে ১৯৯৪-৯৫ মওসুমে উইলস ট্রায়াঙ্গুলার সিরিজের ৭ম ম্যাচে পেশোয়ারে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে শেষ বলে চার মেরে সেঞ্চুরি করেন তিনি। ওয়ান ডাউনে খেলতে নেমে ১২৪ বল খেলে অপরাজিত থাকেন ১০০ রানে। শেষ বলে তার প্রয়োজন ছিল চার রানেরই। ম্যাচটি অস্ট্রেলিয়া তিন উইকেটে জিতলেও ম্যান অব দ্য ম্যাচ হন ক্রনিয়ে।

কার্ল হুপার : ওয়েস্ট ইন্ডিজ ব্যাটসম্যান কার্ল হুপারও এক ম্যাচে শেষ বলে এক রান নেয়ার সুবাদে সেঞ্চুরি করেন। ১৯৯৭-৯৮ মওসুমে শারজায় অনুষ্ঠিত আকাই-সিঙ্গার চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির তৃতীয় ম্যাচে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ইনিংসের শেষ বলে সেঞ্চুরি পুরো করেন কার্ল হুপার। টসে জিতে ব্যাট করতে নেমে ১৩৫ বলে অপরাজিত থাকেন ১০০ রানে। ওয়ানডের ১২৬১তম সে ম্যাচ ওয়েস্ট ইন্ডিজ চার উইকেটে হারলেও ম্যান অব দ্য ম্যাচের খেতাব পান হুপার।

মোহাম্মদ ইউসুফ : এই ক্যাটাগরিতে সর্বোচ্চ দুই বার সেঞ্চুরি করার গৌরব অর্জন করেন পাকিস্তানি এই ব্যাটসম্যান। তিনি যখন এই কৃতিত্ব গড়েন তখন অবশ্য তার নাম ছিল ইউসুফ ইওহানা। ২০০০ সালে ঢাকার মাঠে এশিয়া কাপের পঞ্চম ম্যাচে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ভারতের বিপক্ষে শেষ বলে সেঞ্চুরি করেন মোহাম্মদ ইউসুফ। ১১২ বল মোকাবেলা করে ১০০ রান করে অপরাজিত থাকেন। এর বছর দুয়েক পর জিম্বাবুয়ে সফরে পাঁচ ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজের তৃতীয় ম্যাচে আবার একই কৃতিত্ব গড়েন। হারারেতে অনুষ্ঠিত সে ম্যাচেও ম্যাচের শেষ বলে সেঞ্চুরি পূর্ণ করেন ইউসুফ। এ ম্যাচে অবশ্য বল খেলেন মাত্র ৬৮টি। মজার বিষয় হচ্ছে ১৬০০তম ওয়ানডেতে ভারতের বিপক্ষে এবং ১৯০২তম ম্যাচে জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে ম্যাচে শেষ বলে ইউসুফের প্রয়োজন ছিল ছয় রানের। শেষ বলে ছক্কা হাঁকিয়েই তিনি তা পূর্ণ করেন। এ দুই ম্যাচেই ম্যাচসেরার খেতাবটি জুটে যায় তার।

ক্রেইগ ম্যাকমিলান : ২০০০-০১ মওসুমে ঘরের মাটিতে পাকিস্তানের বিপক্ষে পাঁচ ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজের চতুর্থ ম্যাচে কিউই ব্যাটসম্যান ম্যাকমিলান শেষ বলে ছক্কা হাঁকিয়ে শতক পূরণ করেন। অবশ্য শেষ বলে শতক পূরণে তার প্রয়োজন ছিল ২ রানের। ক্রাইস্টচার্চে ১৬৯২তম ওয়ানডে ম্যাচে টচে হেরে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে ম্যাকমিলান অপরাজিত থাকেন ১০৪ রানে। মোকাবেলা করেন ৭৫ বল। ম্যাচটি নিউজিল্যান্ড ১৩৮ রানের বিশাল ব্যবধানে জেতে। ম্যাচ শেষে ম্যান অব দ্য ম্যাচের খেতাবও জোটে তার।

মাহেলা জয়বর্ধনে : উপমহাদেশের চতুর্থ ব্যাটসম্যান হিসেবে শ্রীলঙ্কার মাহেলা জয়বর্ধনে এই কৃতিত্ব গড়েন। ইংল্যান্ডের বিপক্ষে তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজের দ্বিতীয় ম্যাচে শেষ বলে শতক পূরণের জন্য জয়বর্ধনের প্রয়োজন ছিল এক রানের। তিনি দুই রান করে ১০১ রানে অপরাজিত থাকেন। মোট ১১৫ বল মোকাবেলা করেন। ম্যাচের ফল শ্রীলঙ্কা ৬৬ রানে জয়ী এবং ম্যান অব দ্য ম্যাচ হন জয়বর্ধনে। সেটি ছিল ১৬৯৫তম ওয়ানডে ম্যাচ।

রামনরেশ সারওয়ান : দ্বিতীয় ক্যারিবীয় ব্যাটসম্যান হিসেবে সারওয়ান বাংলাদেশের বিপক্ষে চার মেরে শেষ বলে শতক পূর্ণ করেন। বাংলাদেশ সফরে এসে তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজে দ্বিতীয় ওয়ানডে ম্যাচে তিনি অপরাজিত থাকেন ১০২ রানে, খেলেন ১০০ বল। ১৯০৯তম ম্যাচটি ওয়েস্ট ইন্ডিজ জয়লাভ করে ৮৪ রানে এবং ম্যাচসেরা হন সারওয়ান।

ড্যামিয়েন মার্টিন : প্রথম অজি ব্যাটসম্যান হিসেবে মার্টিন এই কৃতিত্ব গড়েন চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ইংল্যান্ডের বিপক্ষে। অস্ট্রেলিয়ার ওভালে অনুষ্ঠিত ভিবি সিরিজের সপ্তম ম্যাচে শেষ বলে সেঞ্চুরির জন্য মার্টিনের প্রয়োজন ছিল তিন রানের। চার মেরে তিনি তার শতক পূর্ণ করে অপরাজিত থাকেন ১০১ রানে। বল মোকাবেলা করেন ১১৪টি। অস্ট্রেলিয়া ম্যাচটি জেতে ৭ রানে এবং ম্যাচসেরার খেতাবটি জোটে মার্টিনের।

কুমারা সাঙ্গাকারা : জয়বর্ধনের পর আরেক শ্রীলঙ্কান ব্যাটসম্যান এমন কৃতিত্ব গড়েছেন। আর তিনি হচ্ছেন সাবেক অধিনায়ক কুমারা সাঙ্গাকারা। ২০০২-০৩ মৌসুমে চেরি ব্লোজম সাহারা কাপের চতুর্থ ম্যাচে কেনিয়ার বিপক্ষে শেষ বলে সেঞ্চুরির জন্য তার প্রয়োজন ছিল এক রানের। চার মেরে ১০৩ রান করে তিনি অপরাজিত থাকেন। বল মোকাবেলা করেন ১০৮টি। শ্রীলঙ্কা জয় পায় ১২৯ রানের বিশাল ব্যবধানে। ম্যাচসেরা হন সাঙ্গাকারা।

ভিভিএস লক্ষ্মণ : দ্বিতীয় ভারতীয় ব্যাটসম্যান হিসেবে ভিভিএস লক্ষ্মণ অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে শেষ বলে সেঞ্চুরি করার গৌরব অর্জন করেন। ব্রিজবেনে অনুষ্ঠিত ভিবি সিরিজের পঞ্চম ম্যাচে শেষ বলে প্রয়োজন ছিল এক রানের। তিনিও চার মেরে তার শতক পূরণ করেন। ১১৩ বল খেলে অপরাজিত থাকেন ১০৩ রানে। ভারত সে ম্যাচ ১৯ রানে জেতে এবং ম্যাচসেরা হন লক্ষ্মণ। সেটি ছিল ওয়ানডের ২০৮৪তম ম্যাচ।

ড্যারেন ব্রাভো : তৃতীয় ক্যারিবীয় ব্যাটসম্যান হিসেবে ড্যারেন ব্রাভো এই কৃতিত্ব গড়েন। এর মাঝে অবশ্য হয়ে গেছে আরো ১২৫১টি ওয়ানডে ম্যাচ। ঘরের মাটিতে সফররত জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে তিন ম্যাচ সিরিজের প্রথম ম্যাচে টচে হেরে ব্যাটিংয়ে নেমে শেষ বলে সেঞ্চুরির জন্য তার প্রয়োজন ছিল এক রান। ৭১ বলে ১০০ রানে অপরাজিত থাকেন ব্রাভো। ওয়ানডের ৩৩৩৭তম ম্যাচটি ওয়েস্ট ইন্ডিজ জয় পায় ১৫৬ রানের বিশাল ব্যবধানে। অবশ্য এ ম্যাচের সেরা হন ক্যারিবীয় ওপেনার জনসন চার্লস। ■